দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 2 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার গুরুত্ব

আন্তঃ স্কুল খেলাধুলা বর্তমানে স্কুল ও মাদ্রাসা খেলাধুলা নামে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তঃ স্কুল খেলাধুলা প্রবর্তন করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়ন এবং খেলাধুলার স্বার্থে নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে জনশিক্ষা বিভাগের আওতায় শারীরিক শিক্ষা দপ্তর ছিল। এই দপ্তর বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক জেলায় শারীরিক শিক্ষা ও স্কুল ক্রীড়ায় শিক্ষণপ্রাপ্ত এক বা একাধিক জেলা রিক শিক্ষা সংগঠক নিয়োগ প্রদান করতো। এই সংগঠকগণ সারা বৎসরে বিদ্যালয়ের খেলাধুলা চর্চার নিশ্চয়তা প্রদান করতেন।

বিদ্যালয়ের কৃতী খেলোয়াড়গণের আন্তঃ স্কুল খেলাধুলায় যোগদানের সুযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তাদের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে তরুণ খেলোয়াড়গণ স্কুলের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি জোন, মহকুমা, জেলা,বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করতো।

বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের আওতায় স্কুল ক্রীড়া পরিচালনার জন্য কোন মাঠকর্মী নেই। শারীরিক শিক্ষা দপ্তর তুলে দিয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। জেলা শারীরিক শিক্ষা সংগঠকগণকে জেলা ক্রীড়া অফিসার হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে আত্মীকৃত করা হয়েছে। দেশের দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজও এই প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত।

কিন্তু আন্তঃ স্কুল খেলাধুলাকে ক্রীড়া পরিদপ্তরে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা বিভাগে স্কুল ও মাদ্রাসার খেলাধুলা নামকরণপূর্বক আন্তঃ স্কুল খেলাধুলা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে শিক্ষা বিভাগে খেলাধুলা পরিচালনার জন্য মাঠ কর্মী না থাকায় সারা বৎসর খেলাধুলা পরিচালনার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। মাঠকর্মীর অভাবে বেশীর ভাগ উপজেলায় স্কুল ও মাদ্রাসায় খেলাধুলা হয় না। জেলা, অঞ্চল ও বিভাগীয় পর্যায়ে অনিয়ম, বিশৃংখলা ও অনুপস্থিতির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির সুযোগ নেই। জাতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার জন্য লোক দেখানো একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় স্বার্থে খেলাধুলা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের সুযোগের জন্য স্কুল ও মাদ্রাসা খেলাধুলাকে অতিসত্বর ক্রীড়া পরিদপ্তরে ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ের তরুণ ছেলেমেয়েদেরকে খেলাধুলা চর্চার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির জন্যই ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টি লগ্নে আন্তঃ স্কুল খেলাধুলাকে ক্রীড়া পরিদপ্তরে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার স্বার্থে স্কুল ও মাদ্রাসা খেলাধুলাকে ক্রীড়া পরিদপ্তরে ন্যস্ত করা প্রয়োজন।

—মোঃ শোয়েব ফারুক